ভূমিহীনদের দেওয়া ঘর পরিদর্শন করলেন এ কে এম ফজলুর রহমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার গৃহহীন-ভূমিহীনদের জন্য নির্মিত আর্শিনগর (আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প) ঘর পরিদর্শন করেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক একে এম ফজলুর রহমান।

শনিবার দুপুরে ঝিনাইদহের হরিনাকুণ্ড উপজেলার আর্শিনগর সহ কয়েকটি স্থানে গৃহহীন পরিবারের পূনর্বাসন স্বপ্ন নগরী পরিদর্শন করেন তিনি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম শাহীন, হরিনাকুণ্ডু উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সেলিম আহামেদ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অফিস সহায়ক আব্দুল হান্নান শেখ,উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মোহাম্মদ জামাল হোসাইন,উপজেলা প্রকৌশলী কর্মকর্তা সাব্বির-উল ইসলাম। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন,তাহেরহুদা ইউনিয়ন ভূমি কর্মকর্তা আব্দুল হান্নান।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক একে এম ফজলুর রহমান নির্মান কাজের গুনগত মান ও খাস জমি নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন।

অতিরিক্ত আইজিপি হলেন ঝিনাইদহের কৃতি সন্তান শাহাবুদ্দিন খান

বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার থেকে পদোন্নতি পেয়ে অতিরিক্ত পুলিশ মহা পরিদর্শক (গ্রেড-২) হলেন ঝিনাইদহ শৈলকুপার কৃতি সন্তান শাহাবুদ্দিন খান (বিপিএম)।

জানা যায়, তিনি ১৯৬৪ সালের ১১ জুন ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার হাতেমপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঐ গ্রামের মরহুম আকবর আলী খানের ২য় পুত্র।

শৈলকুপা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৮২ সালে কৃতিত্বের সাথে এস এস সি, ১৯৮৪ সালে শৈলকুপা ডিগ্রি কলেজ থেকে এইচএসসি এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯৯৫ সালের ১৫ নভেম্বর ১৫ তম বিসিএস এ তিনি সহকারী পুলিশ সুপার হিসেবে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে যোগদান করেন। তিনি কুষ্টিয়া, নারায়নগঞ্জ, মুন্সগঞ্জ, রাজশাহী, নরসিংদী জেলার পুলিশ সুপার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

এছাড়াও তিনি র্যাব-১২,র্যাব- ৪ ও র্যাব- ১০ এর পরিচালক হিসেবে সুনামের সহিত দায়িত্ব পালন করেছেন।চৌকস এ পুলিশ কর্মকর্তা শান্তিরক্ষা মিশনে কসোভোতে দায়িত্ব পালন করেছেন।

দামুড়হুদায় শূকরের কামড়ে এক কৃষক রক্তাক্ত জখম

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলা সীমান্তবর্তী শ্যামপুর মাঠে ভারতীয় শূকরের কামড়ে মিন্টু মিয়া (৩৫) নামের এক কৃষক রক্তাক্ত জখম হয়েছে।

পরে স্থানীয় কৃষকরা উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। শুক্রবার বেলা ১১ টার দিকে শ্যমপুর বড়দাড়ী মাঠে এ ঘটনা ঘটে।

মিন্টু মিয়া জানান, বেলা ১১ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার সীমান্তবর্তী শ্যমপুর বড়দাড়ী মাঠে ভুট্টার জমিতে ঘাস কাটতে যায়। এ সময় ৩/৪ টি ভারতীয় বুনো শূকর আমাকে ধরে কামড়াতে থাকে। এ সময় আমার চিৎকারে আসেপাশের কয়েক জন কৃষক আমাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে। আমার শরীরের ৭ টি স্থানে শূকর কামড়ে গোস্ত তুলে নিয়েছে।

কৃষক আব্দুস ছালাম জানান, প্রতি রাতে ও দিনে ভারতীয় সীমান্তের তার কাঁটার নিকট অবস্থানরত বুনো শূকর বাংলাদেশের দর্শনা নিমতলী, ঈশ্বরচন্দ্রপুর, শ্যমপুর, জয়নাগর, সুলতানপু, নাস্তিপুর, কামারপাড়া ও বড়বলদিয়া সীমান্তবর্তী মাঠে প্রবেশ করছে। গ্রামের শত শত বিঘা ভুট্টার জমিতে প্রায় শতাধিক ভারতীয় শূকর দলবন্ধ ভাবে এসে ভুট্টাক্ষেতের ভুট্টা গাছ ভেঙ্গে দিয়ে ভুট্টা খেয়ে যাচ্ছে। বিষয়টি বারবার কৃষি বিভাগকে জানালে তারা কো ব্যবস্থা নেইনি। এবার চাষীরা ব্যপক ভুট্টা ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি উপ-সহকারী অফিসার কাজী ইয়াসির আরাফাত বলেন, কৃষকরা আমাকে বিষয়টি জানিয়েছে। আমি আমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানিয়েছি।

বারাদিতে জাতীয় যুব জোটের উদ্যোগে দোয়া মাহফিল

মেহেরপুর সদর উপজেলার নবগঠিত বারাদি ইউনিয়নের সিংহাটি গ্রামে জাতীয় যুব জোটের উদ্যোগে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জাসদ মনোনীত চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী ও জাতীয় যুব জোট নেতা নুরু- উছ-সাফা প্লাবনের উদ্যোগে শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে সিংহাটি গ্রামে প্লাবনের নির্বাচনী কার্যালয়ে এই দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন জাসদ নেতা আব্দুর রহিম। এসময় উপস্থিত ছিলেন জাতীয় যুব জোটের নেতাকর্মী হাসমত আলী, ইসরাফিল হোসেন, সাজেদুল মন্ডল, তানজিল, মাসুম বিল্লাহ, আরজুল হক, প্রমুখ। দোয়া মাহফিলে জাসদের যে সকল নেতাকর্মী করোনাই আক্রান্ত হয়েছে তাদের সকলের সুস্থতায় কামনায় করা হয়। এসময় প্লাবন সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা ও মাক্স পরিধানের আহবান জানান।

মেহেরপুরে জেলা জাসাসের কর্মী সম্মেলন

মেহেরপুরে জেলা জাসাসের কর্মী সম্মেলন হয়েছে।

শুক্রবার বিকালে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র কার্যালয়ে জেলা জাসাসের সভাপতি মাহফুজুর রহমান অশেষ এর সভাপতিত্বে এ কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় প্রধান অতিথি হিসাবে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সভাপতি ও মেহেরপুর-১ আসনের সাবকে সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন, উদ্বোধক কেন্দ্রীয় কমিটির জাসাসের যুগ্ম আহবায়ক শরীফ মাহামুদুল হক সঞ্চয়, প্রধান বক্তা কেন্দ্রীয় কমিটি জাসাসের সদস্য সচিব জাকির হোসেন রোকন, বিশেষ অতিথি জাসাসের কেন্দ্রীয় কমিটির শাহ মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন, আহসান হাবীব, জেলা জাসাসের সঞ্চালক বাকাবিল্লাহ সহ জেলা জাসাসের নেতৃবৃন্দরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের চিকিৎসায় যুক্ত হলো সিটিস্ক্যান মেশিন

মেহেরপুরের বেসরকারি চিকিৎসা কেন্দ্র সনো ল্যাব যুক্ত করলো সিটি স্ক্যান মেশিন।

শুক্রবার সকালে সরকারি হাসপাতাল রোডে অবস্থিত সনো ল্যাবের নিজস্ব চিকিৎসা কেন্দ্রে স্থাপনের মাধ্যমে এই সিটি স্ক্যান মেশিনের উদ্বোধন করা হয়। মেহেরপুরে চিকিৎসা ক্ষেত্রে এই প্রথম সিটি স্ক্যান মেশিন স্থাপন হলো।

ডা. জে.পি আগরওয়ালা ও ডা. সম্পা আগরওয়ালা এই ডাক্তার দম্পতি

অত্যান্ত স্বল্প পরিসরে বিশ্বকর্মা পূজা আর্চনার মাধ্যমে মেশিনটির আনুষ্ঠানিক যাত্রা ঘোষণা করেন। করোনাকালীন সময়ের বিবেচনায় সকল ধরনের জমায়েত এড়ানোর জন্যই বড় কোন আনুষ্ঠানিকতা করতে না পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন তারা।

সনো ল্যাবে বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ নিয়মিত রোগী দেখছেন। পরীক্ষার জন্য আরো যে সকল মেশিন ব্যবহার হচ্ছে সেগুলোর মধ্যে কালার ড্রপলার, কালার আল্ট্রাসনো, ডিজিটাল এক্স-রে, হরমন এনালাইসিস, সেল কাউন্টার ও ইসিজি মেশিন। ডাক্তার দম্পতির ইচ্ছা মেহেরপুরের চিকিৎসা ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বাণিজ্যিক ভাবনায় না থেকে সেবা করার মানুষিকতায় নিজেরা অবদান রাখতে চান।

কালীগঞ্জে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে রং মিস্ত্রির মৃত্যু

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে নাইম হোসেন (১৮) নামে এক রংমিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। এ সময় তুষার হোসেন নামে আরও এক রংমিস্ত্রি আহত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার দুপুর দেড়টায় দিকে উপজেলার আড়পাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত নাইম হোসেন উপজেলার কাদিরকোল গ্রামের নজরুল ইসলামের ছেলে ও আহত তুষার হোসেন একই গ্রামের আলহাজ বিশ্বাসের ছেলে।

কালীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার শেখ মামুনুর রশিদ জানান, বৃহস্পতিবার দুপুরে শহরের আড়পাড়া এলাকার নদীপাড়ায় একটি বাড়িতে রংয়ের কাজ করছিল। এ সময় বাড়িটির পাশ দিয়ে যাওয়া ৩৩ কেভি ভোল্টের তারে স্পর্শ লাগে তাদের। এ সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে দুই রংমিস্ত্রি গুরুতর আহত হন। তাদের উদ্ধার করে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়ার পথে নাইম হোসেন মারা যান।

কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. সুমাইয়া আফরিন জানান, হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই নাইম হোসেন মারা যান। এছাড়া আহত তুষারের অবস্থাও আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে

যশোরে রেফার্ড করা হয়েছে।

মানুষকে সচেতন করতে পথে,পথে ঘুরছেন হরিণাকুণ্ডুর এসিল্যান্ড

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলা বাসীদের করোনা ভাইরাসের ছোবল থেকে রক্ষায় সচেতন করতে বিভিন্ন গ্রামের বাজারে বাজারে, পথে পথে , ঘুরে ফিরছেন উপজেলা সহকারী (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সেলিম আহমেদ।

গত বুধবার দিনভর তিনি কালীশংকরপূর বাজার,ভবিতপূর বাজার,জটারখাল বাজার,জোড়াদাহ বাজার,সাতব্রীজ বাজার সহ বিভিন্ন গ্রামের আরও বেশকয়টি বাজারে ঘুরে ঘুরে ওমিক্রনের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে মাস্ক পরিধান করাসহ, সাবান দিয়ে হাত ধোয়া,সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখাতে উপস্থিত জনসাধারণকে সচেতন করছেন তিনি।

এসময় মাস্ক বিতরণ করার পাশাপাশি মাস্ক পরিধান না করার অপরাধে দুইটি মামলায় অর্থদন্ড প্রদান করেন।

একই দিনে তিনি উপজেলার কালীশঙ্করপূর ও ভবিতপূর গ্রামে কৃষি জমির উর্ব্বরতা,শ্রেণী রক্ষায়,জমি খননকরে মাটি স্থানান্তরিত করা ঠেকাতে অভিযান পরিচালনা করেন এ সময় কাউকে সরেজমিনে পাওয়া না যাওয়ায় মাটি কেটে তালা ড্রেজার মেশিনের ব্যাটারী ঘটনাস্থলেই ধ্বংস করেন।

একই সময়ে তিনি এলাকাবাসীকে কৃষিজমি নষ্ট করে, খনন করলে জমির উর্ব্বরতা হারানোর পাশাপাশি কৃষি জমির পরিমান কমতে থাকে জানিয়ে জমি খনন করে মাটি স্থানান্তরিত করা থেকে বিরত থাকতে আহব্বান জানান।

ঔষধ প্রশাসনের দেশসেরা সহকারি পরিচালক নাজমুল হাসান

ওষুধের গুণগত মান নিশ্চিত করাসহ সামগ্রিক কর্মকান্ডের জন্য ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের যশোর কার্যালয়ের সহকারি পরিচালক নাজমুল হাসান দেশ সেরা কর্মকর্তা নির্বাচিত হয়েছেন।

গত বুধবার জুম অ্যাপসের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের মহা পরিচালক মেজর জেনারেল মাহবুবুর রহমান ডিসেম্বর মাসের সেরা কর্মকর্তা হিসেবে তার নাম ঘোষণা করেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তির আলোকে সহকারি পরিচালক নাজমুল হাসান যশোর জেলায় অনবদ্য নৈপুণ্যের জন্য দেশ সেরা বিবেচিত হন। এ মাসে তিনি ১২৪টি ফার্মেসির লাইসেন্স নবায়ন, ওষুধের মান যাচাইয়ের জন্য ৬টি নমুনা উত্তোলন করে ঢাকায় প্রেরণ করেন। একইসময় তিনি বিভিন্ন অভিযোগে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে ৩৮টি নোটিশ প্রদান, চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ৪টি এবং ড্রাগ আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন। এ সময় তিনি এক লক্ষ ৬৫ হাজার ৫০ টাকা রাজস্ব আদায় করেন।

এর আগে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মাহবুবুর রহমানের সভাপতিত্বে অধিদপ্তরের পরিচালক, উপ-পরিচালকসহ জেলা কার্যালয়ের প্রধানদের সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উল্লেখ্যঃ সহকারি পরিচালক নাজমুল হাসান ইতি পুর্বে ঝিনাইদহ ও মাগুরা জেলায় সুনামের সাথে নিরলস ভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

হরিণাকুণ্ডুতে ৮বিঘা জমির পানের বরজ পুড়ে ছাই

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার গুড়পাড়া ভাতুড়িয়া গ্রামের ৮বিঘা জমির পানের বরজ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। বৃহস্পতিবার দুপুর আড়াই দিকে পানের বরজে কাজ করতে আসা কোন শ্রমিকের সিগারেটের আগুন থেকে ঘটনাটি ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

আগুন লাগার কিছুক্ষণের মধ্যে গ্রামের লোক জানাজানি হলে মাইকে ঘোষণা দেওয়ায় সবাই দৌড়ে এসে আগুন নেভাতে চেষ্টা করে, এতে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমান কিছুটা কম হয়েছে। পরে হরিণাকুণ্ডু থেকে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট এসে পুরা আগুন নিয়ন্ত্রণ করে।

হরিণাকুণ্ডু ফায়ার সার্ভিসের দায়িত্বশীল সূত্রে জানা যায়, পান বরজে কাজ করা কোন শ্রমিকের বিড়ি-সিগারেটের আগুন থেকে এই আগুনের সুত্রপাত হতে পারে বলে প্রাথমিক ভাবে ধারণা করা হচ্ছে। তবে বিষয়টি খতিয়ে দেখবে বলে তারা জানান।

আগুনে গুড়পাড়া ভাতুড়িয়া গ্রামের মৃত নজির মোল্লার ছেলে আজিমুদ্দীনের ১৫শতক, বজলুর রহমানের ছেলে ফারুক হোসেনের ১৪ শতক, তফেজ মন্ডলের ছেলে রবিউল ইসলামের ২০শতক, নুরুল ইসলামের ছেলে মমিন মন্ডলের ১৬ শতক, মৃত আলাল সর্দ্দারের ছেলের বকুল সর্দ্দারের ২৩ শতক, মৃত আমোদ আলী মন্ডলের ছেলে জাহিদুল ইসলামের ১৮শতক, মৃত সমশের বিশ্বাসের ছেলে রফিউদ্দীন বিশ্বাসের ১৫শতক, মৃত জলিল মন্ডলের ছেলে মন্টু মন্ডলের ৮ শতকসহ গ্রামের আরও বেশ কয়েকজনের প্রায় ৮ বিঘা জমির পানের বরজ পুড়ে যায়। আগুনে আনুমানিক ১৫লাখ টাকার ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ভুক্তভোগি এই পান চাষিরা সরকারের সহযোগীতা কামনা করেছেন।

এবিষয়ে ৫নং কাপাশহাটীয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শরাফতদৌলা ঝন্টু বলেন, বিষয়টি আমি জানার পরেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি, গ্রামের ১০জন কৃষকের প্রায় ৮বিঘা জমির পানেরবরজ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কৃষকরা অনেক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, সাধ্যমত তাদের সহযোগীতা করা হবে বলে তিনি জানান।